দৈনিক সংবাদ

তারিখ 11 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৬০ জন শিক্ষক বিদেশে ৬২ জনের অনুমতি নেই

।। হাফিজুর রহমান কার্জন।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১৬০ জন শিক্ষক বর্তমানে বিদেশে রয়েছেন। এদের মধ্যে ৬২ জন শিক্ষক বিদেশে অবস্থান করছেন বিধিসম্মত অনুমতি ছাড়াই। অবৈধভাবে বিদেশে অবস্থানরত ২০ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও বাকীদের বিরুদ্ধে এখনো কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য বরাদ্দকৃত স্যাংশানড্) পদ রয়েছে ১১২৫টি। বর্তমানে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় ১০০০ জন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী একজন শিক্ষক বিভিন্ন মেয়াদের শিক্ষা ছুটি নিয়ে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করতে পারেন। নিয়ম অনুযায়ী এম, এ, এম, এস, এবং এম ফিল ডিগ্রী অর্জন করার জন্য একজন শিক্ষককে ডিগ্রীর মেয়াদ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ২ বছর শিক্ষা ছুটি বরাদ্দ করা হয়। পি, এইচ, ডি ডিগ্রী অর্জন করার জন্য সাধারণতঃ ২/৩ বছর এবং সর্বোচ্চ ৪ বছর শিক্ষা ছুটি বরাদ্দ করা হয়। ছুটি চলাকালে শিক্ষকরা তাদের বেতন পান।

নিয়ম অনুযায়ী, নির্দিষ্ট মেয়াদের পর ছুটি বর্ধিত করা প্রয়োজন হলে বিদেশে অবস্থানরত শিক্ষক যে সুপারভাইজারের অধীনে ডিগ্রী করছেন তার সুপারিশসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লিখতে হয়। চিঠি পাবার পর বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট এবং শিক্ষা-ছুটি কমিটি (ভাইস চ্যান্সেলর এবং সকল অনুষদের ডীন এ কমিটির সদস্য) বিশেষ বিবেচনায় শিক্ষা-ছুটির মেয়াদ আরও দু'বছর বাড়াতে পারেন। এসময় ঐ শিক্ষক বেতন পান না।

কোন শিক্ষক যদি সর্বোচ্চ মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে বিদেশে অবস্থান করেন তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঐ শিক্ষককে চাকরি থেকে অব্যাহতি দিতে পারে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এ পর্যন্ত মাত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ পৃঃ ৬ কঃ ৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ শিক্ষক বিদেশে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

একবার এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে।

জানা গেছে, ১৯৯০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক শাখা বিদেশে অবস্থানরত ২৩২ জন শিক্ষকের একটি তালিকা তৈরী করে। এ তালিকায় অবৈধভাবে বিদেশে অবস্থানকারী শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৫০ জন। পরবর্তীতে এ তালিকার সাথে আরও ১০/১২ জন শিক্ষকের নাম যুক্ত হয়।

একজন সিন্ডিকেট সদস্য জানান, '৯২ সালের ২৪শে জুন এবং ১১ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের সভায় অবৈধভাবে বিদেশে অবস্থানরত প্রায় ৬২ জন শিক্ষকের ব্যাপারে আলোচনা হয়। আলোচনার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২০ জন শিক্ষকের নামে চিঠি ইস্যু করে ২ মাসের মধ্যে তাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে কাজে যোগ দিতে বলে। নইলে তাদের চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে বলে জানিয়ে দেয়া হয়। ২০ জনের মধ্যে ১৮ জন উল্লেখিত সময়ের মধ্যে কাজে যোগ না দেয়ায় তাদেরকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। বাকী দু'জন (মনোবিজ্ঞান বিভাগের ডঃ মাহবুবুর রহমান এবং পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের নজরুল ইসলাম) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে সাময়িকভাবে কাজে যোগ দিয়ে আবার বিদেশে চলে গেছেন বলে জানা গেছে।

অবৈধভাবে বিদেশে অবস্থানরত বাকী প্রায় ৪২ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

বিদেশে যাবার আগে একজন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে যে চুক্তি করেন সেই চুক্তির ৬ নম্বর শর্ত অনুযায়ী, একজন শিক্ষক তার শিক্ষা শেষ হবার সাথে সাথে বিদেশ থেকে দেশে ফিরে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজে যোগ দেবেন। যদি কেউ এ শর্ত পূরণ করতে না পারেন তবে বিদেশে থাকাকালীন তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যে টাকা খরচ হয়েছে সে টাকা সে শতকরা ৪ ভাগ সুদসহ ফেরত দেবে।

চুক্তির ৭ নম্বর শর্ত অনুযায়ী, যদি বিদেশে অবস্থানরত শিক্ষক পড়াশুনা ছেড়ে দেন কিংবা কোর্সের ইতি ঘটান বা ডিগ্রী লাভে অসমর্থ হন তবে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তার পেছনে ব্যয় করা সব টাকা ফেরত দিতে হবে।

চুক্তির ৮ নম্বর শর্ত অনুযায়ী বিদেশে অবস্থানরত শিক্ষক দেশে ফিরে আসার পর তার শিক্ষা ছুটির সমপরিমাণ সময় বিশ্ববিদ্যালয়কে সেবা দেবেন। নইলে তার পেছনে ব্যয় করা টাকা তাকে ফেরত দিতে হবে।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, যে ১৮ জন শিক্ষককে চাকরি থেকে অব্যাহত দেয়া হয়েছে তারা কেউই তাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ব্যয়িত টাকা ফেরত দেননি। বাকী প্রায় ৪২ জনের পেছনে ব্যয় করা টাকাও পাওয়া যায়নি। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে লাখ লাখ টাকা গচ্চা দিতে হচ্ছে।